কোম্পানী আইনের সংশোধন নাকি প্রয়োজন প্রতারণা নিয়ন্ত্রণ আইন?

ড. এ.কে. এনামুল হক*

কোম্পানী আইন সংশোধন নিয়ে রীতিমত ঝড় বয়ে যাবার কথা থাকলেও তেমন কোন প্রতিবাদ বা বিতর্ক দেখা যাচ্ছে না। সাধারণ জনগণের অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন কারণ নেই তবে গুটি কতক ব্যবসায়ী সংগঠন ছাড়া অধিকাংশ সংগঠনই ঘুমিয়ে আছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। কয়েকটি সংগঠন অবশ্য শক্ত প্রতিবাদ করেছে যা আমি সময়ের ভিত্তিতে অনেক আগেই আশা করেছিলাম। কোম্পানী আইন সংশোধনের মূল বিষয় ছিল এল এল এম জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠান যাদের কার্যক্রমে সরকার ছাড়াও অনেকে বিব্রত। সম্প্রতি ডেসিটিনির কারণে বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে এমনভাবে এসেছে যে -তা ঘুমন্ত সরকারকে জাগ্রত করেছে। ঘুম থেকে হঠাৎ উঠলে যা হয় তা হল চিন্তাভাবনা ছাড়া পদক্ষেপ নেয়া। তাই হয়েছে। বিজ্ঞ মন্ত্রণাসভা তা অনুমোদন করেছে। আইনবিদদের কয়েকজন , ব্যবসায়ী সংগঠন গুলোর মধ্যে গুটি কয়েক এবং কিছু অধ্যাপক লেখক এই পদক্ষেপের ব্যাপারে সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মূলত কোম্পানীর আইনের এই সংশোধনের ফলে তার অপব্যবহার নিয়ে অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছেন তাদের সাথে আমি একমত হলেও বিষয়টির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের কারণ অপব্যবহারের আশংকা হওয়া উচিত নয় [বিশেষত অপব্যবহার যখন কেবল একপক্ষ করবেন না তখন এই নিয়ে সাধারনের চিন্তিত হবার কোন কারন নেই]। তাই বিষয়টি নিয়ে আর কি কারণে আমাদের সকলেরই চিন্তিত হবার কথা রয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্যই আজকের এই লেখা।

আমেরিকায় কোম্পানী আইনের শুরু ১৭৯০ সালে। ইউরোপে তা শুরু হয়েছে ১৭২০ সালে আর ইংল্যান্ডে তা হয়েছে ১৬০০ সালে। এই আইন বহুবার পরিবর্তীত হয়েছে। এই আইনের বলেই এক সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এসে রাজত্ব স্থাপন করেছে। তবে খোদ রোমান কিংবা গ্রীক শাসনের সময়ও গিল্ড ব্যবস্থার যে অস্তিত্ব পাওয়া যায় তাকেও অনেকে ঐ সময়ে কোম্পানী স্থাপনের দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন । মূলত: কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যার মাধ্যমে সে বা তারা ব্যবসায়ীর ঝুকি গ্রহণ করে থাকে। আর সেই সাথে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর মালিকানা হস্তান্তরের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা তৈরি করা হয়।

কোম্পানী আইনের বিভিন্ন ধারায় এই ব্যবসায়িক ঝুকি গ্রহণের নানান ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকে আর তাই বিভিন্ন ব্যবস্থায় কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন হয়। যেমন, একটি কোম্পানী যদি লিমিটেড হয়ে তবে তার ঝুকির পরিমাপ , অন্য যেকোন কোম্পানীর চেয়ে ভিন্ন হয়। তাই অন্তত ৭-১০ ধরণের কোম্পানীর অস্থিত্ব কোম্পানী আইনে পাওয়া যায়। অতি সম্প্রতি ভারত তার অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার স্বার্থে লিমিটেড পার্টনারশীপ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার আইনগত অধিকার দিয়েছে। বলা বাহুল্য ব্যবসায়িক ঝুকি সকল ব্যবসায় সমান হয় না বলেই নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীগণ তাই আইনের নির্দেশনা মেনে, ঝুকির পরিমান অনুধাবন করে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করে। এই অধিকার আছে বলেই সকল ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি অর্থনীতিতে পাওয়া যায়।

একটি অর্থনীতিতে যেমন সকল ব্যবসা সমান ঝুকিপূর্ণ হয় না তেমনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেবলই লাভ করে তাও বলা যায় না। লাভ-ক্ষতির অংকে যখন প্রতারণা ঢুকে পড়ে [যেমন দুধের মধ্যে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করলে] তখন আর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না থাকে শুধু লাভ। এই ধরণের ব্যবসা ব্যবসা নয় প্রতারণা ফাদ। ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটোই জড়িত। এই লাভক্ষতির সম্ভাবনার গতি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরণের কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে।

সরকারের উচিত কোম্পানীর প্রতারণা বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। সেই সাথে একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা অত্যন্ত জরুরী তা হলো - প্রতারণার বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থা যেন দেশে কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়ে না দাড়ায়। অনেকেই এসএনসি লাভালিন কোম্পানীর নাম জানি। কোম্পানিটি বিভিন্ন দেশে [ভারত, লিবিয়া] ব্যবসা বৃদ্ধির লোভে সেই সব দেশের শীর্ষ ব্যক্তিদের নানা ধরণের উপঢৌকন দিয়ে আসছিল। যেমন লিবিয়ার প্রেসিডেন্টের ছেলেকে তার এজেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এর ফলে কোম্পানীর মুনাফা ক্রমে বাড়ছিল। স্টক মার্কেটে তার শেয়ার হট কেকের মত কেনাবেচা হচ্ছিল। কিন্তু কানাডার সরকার যখন বুঝতে পারল যে , এই কোম্পানীটি জাতীয় স্বার্থের বাইরে লিবিয়ায় গাদ্দাফীকে সহায়তা করছিল তখন সরকার প্রতারনা আইনে পরিবর্তন আনল যাতে কোম্পানীর এই ধরণের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে কোম্পানীর শীর্ষ কর্মকর্তাগণ এখন বিচারের সম্মূখীণ। তারা কোম্পানী আইনে পরিবর্তন আনেন নি।

আবার ভারত যখন দেখল ব্যক্তি উদ্যোক্তারা ঝুকি পূর্ণ ব্যবসা উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাবে গ্রহণ করছে না অথচ মার্কিন উদ্যোক্তারা গ্রহণ করছে - তখন ভাবল এই ব্যবস্থা চললে আগামীতে সকল ঝুকিপূর্ণ ব্যবসার একচ্ছত্র মালিক মার্কিন উদ্যোক্তারা হবেন - তাই তারা মার্কিন আইনের আদলে কোম্পানী আইনে পরিবর্তন আনল - যাতে কোন এক ব্যক্তিও সীমিত দায়ের কোম্পানী তৈরী করতে পারেন। এই সব উদাহরণের অর্থ এই যে, পরিবর্তন হতে হবে যুক্তিসংগত, গ্রহণযোগ্য এবং চলমান আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন যে, একই কোম্পানী বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, কোম্পানী আইনে সৃষ্ঠ ব্যাংক ব্যাংকিং আইনেও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থা অতি স্বাভাবিক। কোম্পানী আইনের মূখ্য উদ্দেশ্য ঝুকির নিয়ন্ত্রণ নয়। এর মূল উদ্দেশ্য ঝুকিপূর্ণ কাজে উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাতে তারা আইনের মাধ্যমে ঝুকি অন্যান্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে। এই জন্যই কোম্পানী ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়ে ঝুকিপূর্ণ বিনিয়োগের মূলধন অনেক সময় শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। এই ব্যবস্থা না থাকলে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা অন্য ভাবে বলতে পারেন যে, এই ব্যবস্থা আইনের বিধানে অনুপস্থিত থাকলে শেষপর্যন্ত মুদির দোকান দেওয়া ছাড়া আর কোন ব্যবসা একটি দেশে চালু থাকবে না । কারণ একমাত্র এই ব্যবসায়ই সহজে মার্কআপ করে মুনাফা নিশ্চিত করা যায়।

কোম্পানী আইনের দ্বিতীয় মূখ্য উদ্দেশ্য হল এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ভাবে মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় ফলে উদ্যোক্তারা দীর্ঘকালীণ সম্ভাবনার আলোকে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন । ব্যবস্থাটা এই রকম - বিনিয়োগকারী যদি জানেন যে, কোম্পানীটি আগামী ৫ বছর পর মুনাফা করবে অথচ জানেন না যে , তত সময়ের জন্য এর মালিকানা তার হাতে থাকবে কি না তা হলে এই বিনিয়োগ করবেন না। তাই কোম্পানী আইনের মাধ্যমে মালিকানার অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হয় আর এর ফলেই বিনিয়োগকারী দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঝুকি নিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কোম্পানী আইনের মূল কাঠামোয় পরিবর্তন করে আইন সংশোধন করার অর্থ দেশে বিনিয়োগ ঝুকি বৃদ্ধি করা। এমনিতেই নানা কারণে দেশে বিনিয়োগ ঝুকিপূর্ণ - অনেকেই দেশ থেকে সন্তর্পণে টাকা সরিয়ে নিচ্ছে তার উপর কোম্পানী আইনের সংশোধন করে প্রশাসক নিয়োগের নতুন ধারা প্রবর্তন দেশের অর্থনীতির জন্য একটি কুঠারাঘাত। বিষয়টির গুরুত্ব আমাদের দেশের মন্ত্রণাসভা অনুধাবন করতে পারেন নি। উপরন্তু প্রশাসক তার কার্যকলাপের জন্য কোম্পানীর কোন ক্ষতি করলে তার জন্য দায়ী থাকবেন না বলে যে উপধারাটি সংযোজন করা হয়েছে তা বিস্ময়কর। একজন উদ্যোক্তা তিলে তিলে যে সম্পদ গড়ে তুলল তা নষ্ট হলে সাধারণ নিয়মে ঝুকির দায় উদ্যোক্তার হয়। তবে সবক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা পরিচালক উদ্যোক্তার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। এই কারনেই কোম্পানীর সৃষ্ঠি। তাইতো এসএনসি লাভালিনের শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানীর এমডি বিরুদ্ধে মামলা করছেন এই কারনে যে ,

তার দায়ীত্বহীন কার্যকলাপের জন্য আজ কোম্পানীর শেয়ার মূল্য প্রায় শূন্যের কোঠায়। অথচ আমাদের প্রস্তাবিত আইনে ক্ষতির দায় থাকবে শেয়ার হোল্ডার বা মালিকের কিন্তু দায়িত্ব থাকবে প্রশাসকের আর তিনি থাকবেন না কারও কাছে দায়বদ্ধ তা কেবল হাস্যকরই নয় তা নিন্দাজনক।

সবশেষে, এই ধারনা করা ঠিক হবে না যে, ডেসটিনি বা এই জাতীয় কোম্পানী তার প্রতারণার দায় এড়াতে পারবে। আমাদের দেখা উচিত কোন আইনের ফাকে ডেসটিনি বা এই সব কোম্পানী এই ধরণের প্রতারণা ফাদ তৈরি করতে পারছে এবং তা অনুধাবন করে কার্যকর নিয়ন্ত্রন কাঠামো তৈরি করা। মনে রাখা উচিত প্রতারণা নিয়ন্ত্রণ আর ঝুকি নিয়ন্ত্রন এক বিষয় নয়। ঝুকি নিয়ন্ত্রনের কোন আইন হয় না। তা কেবল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব। সকল ব্যবসা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপণায় করার ফলেই কেবল ঝুকির নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । আমরা নিশ্চয়ই তা চাই না। এর ফলাফল অর্থনীতির জন্য ভয়াভহ হবে। ব্যবসা করা আর গ্রাহকের কাছে প্রতারণামূলক ভাবে ভেজাল পন্য বিক্রয় এক নয়। ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা করেছি - খাদ্য নিরাপত্তা আইন, কিংবা ড্রাগ্স এক্ট জাতীয় আইন। আশাকরি, সরকার তা অনুধাবণ করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

[* অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি এবং পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ]